দৈনিক সংবাদ

MAY 28 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩....

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

এমবিএ ভর্তি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ

খুলনা থেকে মানিক সাহা : এবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ ডিসিপ্লিনের ভর্তি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমবিএ কোর্সের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও নাজনিন নাহার নামে এক ছাত্রীকে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে ওয়েটিং লিস্টে রাখার অভিযোগে তিনি আদালতে মামলা করতে বাধ্য হয়েছেন। আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে সোমবার এমবিএ কোর্সে ছাত্রদের ভর্তি করার কথা থাকলেও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'ইনজাংশন'-এর ব্যাপারটি ছিল গতকালের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

খুলনা মহানগরীর শেরে বাংলা রোডের এস. এম মকবুল হোসেনের মেয়ে নাজনিন নাহার এমবিএ কোর্সের ভর্তি প্রক্রিয়ায় অনিয়মের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে ২৩শে মে সহকারী জজ, বটিয়াঘাটার আদালতে একটি ইনজাংশন মামলা দায়ের করেন। মামলাটি পরিচালনা করেন খুলনার খ্যাতনামা আইনজীবী মো. এনায়েত আলী। শুনানিশেষে সহকারী জজ মোসাম্মৎ দিলরুবা সুলতানা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ ডিসিপ্লিনের বিরুদ্ধে এক অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

সহকারী জজ তার আদেশে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসপেকটাস ও ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকা লঙ্ঘন করে আবেদনকারী নাজনিন নাহারকে বাদ দিয়ে ২৭শে মে বা পরবর্তী কোন সময়ে এমবিএ কোর্সে ছাত্র ভর্তি করা যাবে না।

এ আদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছনোর পর গতকাল বিভিন্ন স্থান থেকে যে সকল ছাত্ররা ভর্তি হওয়ার জন্য এসেছিলেন। তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এসকল ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ ভর্তি প্রক্রিয়ায় যারা জড়িত ছিলেন তাদের অনিয়মের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

মামলার আরজিতে বলা হয়েছে, নাজনিন

অভিযোগ : পৃঃ ২ কঃ ৫

রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।

অভিযোগ : দুর্নীতির

(১২ পৃষ্ঠার পর)

নাহার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন তখন তিনি ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এ ব্যাপারে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. আমীর আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি আদালতের ইনজাংশনের কথা স্বীকার করেন। তিনি জানান, ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র অভিযোগ করেছে, এবার ইংরেজি ডিসিপ্লিনে ভর্তি পরীক্ষার সময়ও একটি মহল অবৈধ চাপ প্রয়োগ করেছিলো; কিন্তু ডিসিপ্লিনপ্রধান এতে রাজি না হওয়ায় উলটে তাঁর বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সবকিছু যখন দলীয় দৃষ্টিতে করা হয় তখন তা নিরপেক্ষ হতে পারে না। তিনি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করে বলেন, খুলনা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর চন্দ্র চক্রবর্তীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিকে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল থেকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক কারণে ওই কলেজের এক লেকচারারকে যখন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য করা হয় তখন ভর্তি প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতি হওয়াতো সাধারণ কথা।